দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 19 NOV 2012
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৬

১৭ বছর পর প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে নতুন শিক্ষাক্রমের পাঠ্যবই

□ স্টাফ রিপোর্টার

সতের বছর পর প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে নতুন শিক্ষাক্রমের পাঠ্যবই পাবে নতুন শিক্ষাবর্ষের প্রথম থেকে নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা। ২০১৩ সালের শিক্ষাবর্ষে ১ জানুয়ারি থেকেই শ্রেণীকক্ষে পড়ানো হবে এসব নতুন বই। গতকাল (রোববার) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ সম্মেলনে একথা জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। তিনি বলেন, গত বছর নতুন শিক্ষাক্রম অনুযায়ী সাতটি পাঠ্যবই দেয়া হয়েছিল। আর এবার দেয়া হচ্ছে ১০৪টি। ২০১২ সালকে ভিত্তি ধরে এই ১১১টি পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন করা হয়েছে। ১ জানুয়ারি থেকে নতুন পাঠ্যক্রমভিত্তিক শিক্ষাকার্যক্রম পূর্ণাঙ্গভাবে শুরু করা হবে।

১ জানুয়ারি থেকেই শ্রেণীকক্ষে এই বই পড়ানো হবে শিক্ষামন্ত্রী

মন্ত্রী বলেন, নতুন শিক্ষাক্রমে শিক্ষার সকল ধারায় (সাধারণ, মাদ্রাসা, ইংরেজি) অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অভিন্ন বাধ্যতামূলক শিক্ষাক্রম প্রবর্তন করা হয়েছে। প্রথমবারের মতো প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বিভিন্ন ধারার (সাধারণ, মাদ্রাসা ও ইংরেজি) বাংলা, ইংরেজি, গণিতসহ আবশ্যিক বিষয়গুলো একই মানের হবে। বিষয়গুলোর পরীক্ষাতে নম্বর বণ্টনও একই রকম হবে। এ ছাড়া ৬৫০ নম্বরের বাংলা, ইংরেজি, গণিতসহ বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় (৬ষ্ঠ থেকে ১০ শ্রেণী), কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষা (৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণী), তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (৬ষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণী) বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১০-এর নির্দেশনা অনুযায়ী প্রাথমিক স্তরে ধর্মশিক্ষার সঙ্গে নৈতিক শিক্ষাও সংযোজন করা হয়েছে বলে জানান নুরুল ইসলাম নাহিদ। এতদিন ১৯৯৫ সাল থেকে প্রণীত শিক্ষাক্রম অনুযায়ী শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী জানান, নতুন শিক্ষাক্রমের আলোকে একাদশ শ্রেণীর শিক্ষাকার্যক্রম শুরু হবে ১ জুলাই থেকে। তিনি বলেন, যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে শিক্ষার্থীদের জীবনমুখী, নৈতিক শিক্ষা ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে এই শিক্ষাক্রম চালু করা হচ্ছে। শিক্ষানীতি ২০১০ প্রণয়নের ভিত্তিতে যুগের চাহিদা পূরণে ২০১১ সালে নতুন শিক্ষা কার্যক্রম উন্নয়নের কাজ শুরু করা হয় বলে তিনি উল্লেখ করেন। শিক্ষা গবেষক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক প্রফেসর সিদ্দিকুর রহমান বলেন, নতুন শিক্ষাক্রমে মুখস্থ করার পরিবর্তে ধারণাগত

পৃ ১৫ ক ১৩

১৭ বছর পর প্রাথমিক

১৬-এর পৃষ্ঠার পর

ও অনুধাবন, আগ্রহ, চারটি দক্ষতার সবকয়টি শ্রেণীকক্ষে অনুশীলনের ব্যবস্থা, পরীক্ষামুখী শিক্ষার পরিবর্তে শিখনমুখী মূল্যায়ন করা হবে। প্রজনন স্বাস্থ্য, জলবায়ু পরিবর্তন, এইচআইভি/এইডস, অটিজম, তথ্য অধিকার ও অন্যান্য নতুন বিষয়ও সংযোজন করা হয়েছে এই শিক্ষাক্রমে।

শিক্ষা সচিব কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী বলেন, এর মাধ্যমে সৃজনশীল কর্মমুখী শিক্ষা শুরু হবে। নতুন পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে ভুল-ত্রুটি থাকলে তা পরিবর্তন করা হবে বলেও জানান তিনি।

এ সময় জাতীয় শিক্ষাক্রম পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের চেয়ারম্যান মোস্তফা কামাল উদ্দিনসহ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। নতুন এই কারিকুলাম তৈরিতে দেশের ৫২৫ জন বিশেষজ্ঞ দীর্ঘদিন শ্রম দিয়ে এটি করেছেন। আগামী বছর এটি পরীক্ষামূলক সংস্করণ হিসেবে দেখা হচ্ছে। ভুলভ্রান্তি থাকলে পরবর্তীতে সংশোধন করা হবে।